স্বীকারোক্তি

অনুপম মুখোপাধ্যায়

(মর্মান্তিক সত্য একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে এই নাটকটি রচিত হলেও বিষয় ভাবনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কাকতালীয় ভাবে যদি কোন অংশ বা চরিত্র ঘটনাটির সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে তবে তা হবে নিছক দূর্ঘটনা।-- নাট্যকার।)
(সংগীত, আবহ, আলো এবং সাজসজ্জা যথাযথ)
চরিত্র ঃ সন্দীপ, বনানী (বনি) দীপক, সমীরণ, স্নেহা, সর্ব্বেরদা।

এক
(সন্দীপের ড্রইং ম। সজ্জিত। একটি টেবিল, চেয়ার, সেন্টার টেবিল, ডিভান, লম্বা স্ট্যান্ডের টেবিল-ল্যাম্প। টেলিফোন। পর্দা উঠলে দেখা যাবে--ঘরটি কিছুটা এলোমেলো। ডিভানে কিছু শাড়ি, জামা, সোয়েটার ডাঁই করা, । এ্যাস-ট্রেটি টেবিলের তলায়। ল্যাম্পটি যেখানে থাকে সেখানে নেই। সেন্টার টেবিলে বই পত্র অগোছালো।.....
মঞ্চ ফাঁকা। মিউজিক। কলিং বেল- পরপর দুবার।
উল্টো দিক থেকে গায়ে শাল জড়িয়ে বনানী - আসে। দরজা খোলার আগে একটু ভাবে । তারপর খোলে। সমীরণ, মাথায় মাংকি ক্যাপ।)

বনানী - আবার এলে যে!
সমীরণ - একটা কথা মনে পড়ল।
বনানী - কি ?
সমীরণ - আজ তো সর্ব্বেরদাকে আসতে বলেছ।
বনানী - তো
সমীরন ও বুড়ো আবার সব ফাঁস করে দেবে না তো ?
বনানী - দিনক্ষণের হিসেব ওর মাতায় ঢুকবে না। ওকে আগে বাড়িয়ে কিছু না বলাই ভালো।
সমীরণ - সে তুমি যা বোঝ। তবে সন্দীপ এলে ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে যে আমি এখন প্রায় এক সপ্তাহ কলকাতায় নেই।
বনানী - ঠিক আছে। আর কিছু বলবে ?
সমীরণ - মনে হচ্ছে, তুমি বেশ ভয় পেয়েছ ?
বনানী - কি বলছো সমীরণ - দা! এতবড় একটা ঘটনা- আজকের আনন্দবাজারে হেড-লাইন সংবাদ - বোধহয় সব কটা কাগজেই বেরিয়েছে - আর শুধু তাই নয় ঘটনাটার সাথে আমরা--
সমীরণ - আঃ বনি। ঘটনাটার সাথে আমাদের বিন্দু মাত্র সংযোগ নেই। যা হয়েছে তা অতীত। ও সব একদম ভূলে যাও।

বনানী - ভূলে তো যেতেই হবে। উ ঃ কি কুক্ষণে তোমার প্রস্তাবে রাজী হলাম!
সমীরণ - আমার প্রস্তাবে ! তুমি কি শুধু আমাকেই দোষী করছ ?
তুমি আমাকে পীড়াপীড়ি করনি ? বলনি - রাতের কলকাতা কেমন - কখনো দেখিনি।
বনানী - হ্যাঁ, বলেছিলাম। অনেকদিন আগে মাত্র একবার। সেই কথাটাকেই উস্‌কে দিয়ে তুমি কাল ৩১শে ডিসেম্বরের রাত্রিটাই বেছে নিলে।
সমীরণ - সুযোগ এসে গেল তাই। সন্দীপ ঠিক এই সময়টাতেই অফিসের কাজে দিল্লীতে । তাছাড়া প্রস্তাবটা দিতেই তুমিও লুফে নিয়েছিলে - আর - ঘটনা ঘটার মাত্র কয়েকঘন্টা পরেই সকালের কাগজ দেখে তোতোমার মাথা বিগড়ে গেল ! তোমার মনে হচ্ছে সব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী। শোন বনানী, কোনরকম ভাবে একটা কথাও যদি তোমার মুখ থেকে বের হয় আর তাতে যদি আমাকে ফাঁসতে হয় আমি কিন্তু-
বনানী - সে ভয় তোমার থেকে আমারই বেশী সমীরণদা। আমি মেয়ে, একজনের বৌ, আমি মুখ খুলব না আমার প্রাণের দায়েই। কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশ যদি কোনরকম সন্দেহের বসেও আমাকে জেরা করে -- তাহলে তু মিই পার আমাকে সমস্ত লজ্জা থেকে--
সমীরণ - আমি সত্যিই সত্যি এখন কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছি। আমাকে খুঁজে লাভ নেই।
বনানী - মানে !
সমীরণ - মানেটা সহজ। কোথাকার কোন্ হিরো পুলিশ-অফিসার-এর বেদম মার ধোর খাওয়ার জন্য অমি তো আর হাজতবাস করতে পারব না।
বনানী - লেকটা কিন্তু আমাদের বাঁচাতেই এসেছিল।
সমীরণ - এসেছিল-কিন্তু বাঁচাতে পারেনি। আমরা নিজেরাই বুদ্ধি করে পালিয়ে এসেছিলাম বলেই বেঁচে গেছি।
বনানী - ঐ অল্পবয়সী ইনস্‌পেক্টার ছেলেটা যদি মারা যায়- তাহলে কিন্তু আরো তোলপাড় হবে ঘটনাটা নিয়ে।
সমীরণ - কাগজে যা লিখেছে তাতে মনে হচ্ছে - বাঁচবে না। আর সে জন্যই আমাকে গা-ঢাকা দিতে হবে- বেশ কিছুদিনের জন্যে।
বনানী - আর আমি- আমি কি করব এখন ?
সমীরণ - তুমি ? তুমি কাল তোমার স্বামীর বন্ধুর বাইকের পিছনের সীটে বসে রাতের কোলকাতা দেখার সুখ-স্মৃতি নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘর-সংসার করবে। ভুলে যাবে প্রায় ভোর হয়ে আসা রাতের কলঙ্কটুকু।
বনানী - এই জন্যেই ঠিক এই জন্যেই তোমাকে আমার এত ভালোলাগে সমীরণ।
সন্দীপ যা পারে না - তুমি তাই পার।
সমীরণ - কি রকম ?
বনানী - তুমি পার সমীরণ - হাওয়ার আগে আগে ছুটতে। দুরন্ত বেগে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পার একঘেয়ে জীবনকে । আর তারপর - ঘোর সংকটের মধ্যে পড়ে গেলে - কত সহজে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা দেখাতে পার। আর পার বলেই - (থেমে যায়)
সমীরণ - কি হল - থামলে কেন, বলে যাও-
বনানী - তোমার তো ভয় পাওয়া সাজে না।
সমীরণ - (ঘরের মধ্যে একটি বাঁধানো ফটোর দিকে তাকিয়ে বলে) আমি তো ভয় পাইনি।
বনানী - (পিছন এসে দাঁড়ায় ঘনিষ্ঠহয়ে-) তাহলে এরকম সময় তুমি আমাকে একা ফেলে কোথাও যেও না। অন্তত আরো কয়েকটা দিন।
সন্দীপ এলে স্বাভাবিক ভাবেই একবার এসো।
সমীরণ - তোমার ছোটবেলার ছবি - না ?
বনানী - হ্যাঁ।
সমীরণ - (ঘুরে) ছোটবেলার থেকে আরো সুন্দর হয়েছ তুমি।

বনানী - (সমীরণের হাত ধরে) তুমি আসবে তো আবার - সন্দীপ ফিরে এলে ?
সমীরণ - কবে ফিরছেন মিষ্টার । আজ না কাল কবে যেন - ?
বনানী - আজই বিকেলের মধ্যে।

(দরজায় খট্ খট্ শব্দ)
সর্ব্বেরদা!
সমীরণ - এক মিনিট - আমি এই কোনায় দাঁড়াচ্ছি। তুমি সোজা ওকে ওঘরে নিয়ে যাও। আমি বেরিয়ে যাব । সাত সকালে ওকে দেখা না দেওয়াই ভালো।

(বাইরের দিকের একটা কোনায় গিয়ে দাঁড়ায়)
(বনানী - দরজা খোলে। সর্ব্বের ঘরের মাঝে আসে)

বনানী - সর্ব্বেরদা, একবার ভিতরে এস তো। তাড়াতাড়ি । রান্নাঘরে কিছু একটা ঢুকেছে বলে মনে হচ্ছে। থেকে থেকে গ্যাস সিলিন্ডারের কোনাটায় একটা শব্দ হচ্ছে।
সর্ব্বের তাই নাকি - কৈ চল তো দিখি। দেখ কি কান্ড।
(সর্ব্বের ভিতরে ঢোকে। পিছনে । সমীরণ - বেরিয়ে যায় - একটু পরেই বনানী - ঢোকে। দ্রুত বিছানায় পড়ে থাকা কাপড় চোপড় তুলে নেয়। বিছানার চাদর টান টান করে - স্ট্যান্ডিং টেবিল -ল্যাম্পটা টেবিলের পাশে রাখে। সর্ব্বের ঢোকে - একহাতে তরকারী ঢাকা দেওয়া প্লাসটিকের ঝুড়ি, অন্য হাত একটা জ্যান্ত ব্যাঙ।)
সর্ব্বের দেখ কি কান্ড। ব্যাটা কোলা ব্যাঙের ছা-
বনানী - ওমা। সত্যিই ঐ ব্যাঙটা ওখানে ঢুকে ছিল!
সর্ব্বের সত্যিই নয় তো কি মিথ্যা ? দেখছ হাতের মধ্যে জল জ্যান্ত ঝুলছে।
বনানী - কিন্তু এ যে দেখছি বেশ বড়-
সর্ব্বের মহাস্থবির। বয়সের গাছ পাথর নেই। এইসব ব্যাঙদের নিয়ে কত গল্প আছে জান। এরা নাকি মানুষের পাপ- অপকর্মের সাক্ষী হওয়ার জন্যেই লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়--তারপর নিজেরা আপঘাতে মরে স্বর্গে যায় - সেখানে চিত্রগুপ্তের খাতায় সব পাপ
(কথা বলতে বলতে ব্যাঙটাকে ঝুড়ি চাপা দেয়)
বনানী - পাপ ! যাঃ কি সব আজে বাজে গল্প বলছ।
সর্ব্বের যা তা নয় গো বৌমণি । পাপ এখন মানুষের মজ্জায় মজ্জায়। ওপরে ওপরে ভালোমানুষটি সেজে খাচ্ছে দাচ্ছে - ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিতর খবর নাও- শুনবে থকথকে কাদায় পা আটকে আছে।
বনানী - আচ্ছা সর্ব্বেরদা, তোমার কি শীত -টিত করে না নাকি ? আজ তো বেশ ঠান্ডা। একটা মাফলার তো বাঁধতে পার ?
সর্ব্বের দেক কি কান্ড। পই পই করে চারকির মত হেথা-সেথা ঘুরে বেড়ানো আমার কাজ। শীত-গ্রীষ্ম মানলে আমাদের চলবে? ওসব আমাকে কাবু করতে পারে না। তা আজ তো দাদাবাবু আসবে। কৈ টাকা- পয়সা দাও, বাজার -টাজার তো করে দিতে হবে না কি ?
বনানী - তুমি কি করে জানলে যে দাদাবাবু আজ ফিরবে ?
সর্ব্বের বাঃ দাদাবাবু বলে গিয়েছিল না - বছরটা শেষ হবে যেদিন তার পরের দিনই আসবে। আমাকে তো কাল রাত্তিরেই আসতে বলেছিল--
বনানী - ও, হ্যাঁ হ্যাঁ ।
সর্ব্বের তুমিই তো দুদিন আগে বললে - বছরের শেষ রাত্তিরে আর আসতে হবে না।

বনানী - হ্যাঁ, সে তো আমি হঠাৎ এক বন্ধুর বাড়ি যাব বলে ঠিক করেছিলাম তাই-
সর্ব্বের দাও দাও, চট করে বাজারটা সেরে আসি। দেখতে দেখতে বেলা হয়ে গেল।
(বনানী - ভিতরে যায় - সর্ব্বের খবরের কাগজটা দেখে - প্রথম পাতাটা দ্রুত চোখ বোলায় - রেখে দেয়, তারপর
ঝুড়ি তুলে ব্যাঙটাকে ধরে - ইতিমধ্যে হাতে লিষ্ট ও টাকা নিয়ে বনানী - ঢোকে-)

বনানী - এই নাও । কি কি আনতে হবে লিখে দিলাম। এমা, আবার ওটা ধরেছ - তোমার কি ঘেন্না পিত্তি নেই।
সর্ব্বের তা কি করব। এটা তো ফেলতে হবে নাকি ? ব্যাটা ত্রিকালজ্ঞ। হুঁ হুঁ, সর্ব্বেরের হাতে পড়েছিস বলে -
এযাত্রা বেঁচে গেলি ব্যাটা --

(চলে যায়, বনানী - দরজা বন্ধকরে)
(টেলিফোন বাজে)

বনানী - হ্যালো ক্ক হ্যাঁ,.....কে স্নেহা ? আরে কবে এসেছিস ? গত পরশু ? .....গলাটা ধরা - ও কিছু না - ঠান্ডা লেগেছে একটু।.....তুই দশ-পনেরো দিন থাকবি ? তাহলে চলে আয় না একদিন।.....আসবি ? বাঃ খুব ভাল হয়। হ্যাঁ....না - না আজই বিকেলের মধ্যে এসে যাবে।.....দেখছি, ও তো আখছার হচ্ছে।.....
না, না, রাখছি.....উঃ ছাড় তো ওসব....কাগজগুলো বড্ড বাড়িয়ে ....ঠিক আছে.....রাখছি আচ্ছা আচ্ছা
.....(ঠকাস করে ফোনটা নামায়, রিসিভার চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।) ---(অন্ধকার)

দুই
(আর একদিন। সকাল ৭টা। সন্দিপ পাজামা ও রঙ্গিন গরম পাঞ্জাবী পরে চেয়ারে কাত হয়ে বসা। পা দুটি সেন্টার টেবিলে তুলে দিয়েছে। চোখে চশমা। হাতে বই। জীবনানন্দ।)

সন্দীপ (পড়ে).....আজকে অনেক রূঢ় / রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু -
দেখেছি আমারই হাতে হয়ত নিহত
ভাই - বোন-বন্ধু -পরিজন পড়ে আছে
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীব-
বনানী - (ঢোকে) কি ব্যাপার ? আজও কি অফিসে যাবে না নাকি ? সকাল থেকেই কবিতা নিয়ে বসেছ ?
সন্দীপ দেখা বনি, কি চমৎকার কথা -
.....ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু
দেখেছি আমারই হাতে হয়ত নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে।
কবিরা ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। এ একদম ঠিক কথা। না হলে বলো- আজকাল যা সব ঘটছে- সে সব
সবের সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল এই --
বনানী - তুমি তো আবার সেই পুলিশ সার্জেন্টের মৃত্যুর কথা তুলবে।
সন্দীপ শুধু আমি ? গোটা দেশ তোলপাড় হচ্ছে। আর সত্যিই তো - ওরকম একটা তাজা প্রাণ একজন
মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে - ছিঃ ছিঃ কি অমানুষিকতা বলো তো। গতকাল কাগজ লিখেছে - একটামাত্র
ছোট্ট তিন বছরের ছেলে --

বনানী - তুমি বড্ড আবেগ প্রবণ সন্দীপ। আজকের দিনে-
সন্দীপ না - না, বনি। এটা নিছক আবেগ বলে উড়িয়ে দিও না। এই ঘটনায় জড়িত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাওয়া দরকার। আর দেখ, ঐ মহিলারই বা কী কান্ডজ্ঞান ! একবারও তিনি ভাবছেন না যে তাঁর সন্মান রক্ষার জন্যই--
বনানী - তুমি থামবে। ক-দিন ধরেই দেখছি তুমি খুব উত্তেজিত। এরকম তো কত লোক মারা যাচ্ছে প্রতিদিন - নৃশংসভাবে - কেউ জঙ্গী হামলায় শিকার, কেউ বা--
সন্দীপ তফাৎ আছে। সব মৃত্যুই এক নয়। এক একটা মৃত্যু আমাদের ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে যায়। আমাদের দেশে মেয়েরা স্বাধীনতা চায় - অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-সমানাধিকার চায় - কৈ এখন তো তারা চিৎকার করছে না, বলছে না - ঐ মহিলার - যাঁকে বাঁচাতে একটা তাজা প্রাণ চলে গেল - তাঁর প্রকাশ্য বেরিয়ে আসা উচিত। অপরাধীদের সনাক্ত করা উচিত।
বনানী - হয়েছে বাবা হয়েছে। এবার ওঠো । অফিসে যাবে তো নাকি ?
সন্দীপ নাঃ, ভালো লাগছে না। কদিন ছুটি নেব ভাবছি। দিল্লীতে কাজে যা ধকল গেছে -কদিন বিশ্রাম না নিলে-
বনানী - (একটু ঝাঁঝের সঙ্গে) তোমার এই হঠাৎ খেয়ালের জন্য আমাকেও অনেক ধকল সইতে হয়ে। আগে বললে, সেই ভোর থেকে উঠে রান্নাটা চাপাতাম না।
সন্দীপ ও বাবা, আমি ভাবলাম আমার অফিস কামাই - এর সংবাদে তুমি খুশিই হবে। এতো দেখি উল্টো। কি ব্যাপার বল তো ? যত দিন যাচ্ছে ---
বনানী - তোমার অফিস কামাই-এ আমার তো কোন লাভ হয় না। যদি বুঝতাম অফিসে না গিয়ে একটা সিনেমায় যাবে - তা নয়, বই মুখে গুঁজে পড়ে থাকবে কিম্বা দিনবাত ঐ সার্জেন্টের ঘটনা নিয়ে কচকচি চালাবে। আমার আর ভাল্লাগে না।
সন্দীপ (গম্ভীর হয়) হুঁ।
আসলে কি জান, তোমার আমার ভাবনার মধ্যে একটা ফারাক থেকেই যাচ্ছে। এই যেমন ধরো - আমি ভেবে নিয়েছি - দূরদর্শনে তো রোজ কতই সিনেমা দেখা যাচ্ছে - সুতরাং বাইরে বাইরে দেখাটা আর তেমন দরকারের মধ্যে পড়ে না। অথচ তোমার এই জায়গাটাতেই একটা আক্ষেপ-
বনানী - কোনদিন সেইভাবে জানতে চেয়েছ কি - আমার আক্ষেপগুলো-
সন্দীপ একেবারে যে জানি না তা নয়, তবে যে গুলো জানি সে গুলো পূরণ করাও আমার অসাধ্য।
বনানী - কোন চাহিদাই তুমি মেটাতে পারনি। শুধু বড় বড় কথা আর কবিতা ছাড়া।
সন্দীপ বনি। আর কথা নয়। এরপরই তুমি বলবে তোমার সন্তানহীন জীবনের কথা। আমাকে দোষারোপ করবে অথচ তুমি ভাল করেই জান এর জন্য দায়ী আমি একা নই - সমানভাবে তুমিও।
বনানী - শুধু তাই- ঞ্জ
সন্দীপ আরো বলবে - বিয়ের পর থেকেই আমি তোমাকে ভালোবেসে, নিজের থেকে কোন উপহার দিই নি । বলবে --
বনানী - কথাগুলো তো মিথ্যে নয়। মনে করে দেখত কখন কিছু দিয়েছ -তুমি আমাকে ?
সন্দীপ কেন দু বছর আগে বিবাহ বার্ষিকীতে সোনার জলে বাঁধানো যে গঙ্গাফড়িং চুলের ক্লিপটা দিলাম - যা দেখে তুমি আমার চির প্রশংসা করে বলেছিলে--
বনানী - সাত বছরে ঐ একবারেই। তা ও-

(সবজি বাজার করে হাতে থলি নিয়ে সর্ব্বের ঢোকে।
অন্য হাতে ধরা রোল করা খবরের কাগজটা সেন্টার টেবিলে রাখা - সন্দীপ কাগজটা খোলে।)

সর্ঝের আজ দান একটা মাছ পেয়ে গেলাম বৌ-মনি। কাজরী মাছ। সর্ষে দিয়ে রেঁধো - দেখবে-
বনানী - কাল হবে। ফ্রিজে ভরে দাও।
সর্ঝের (মিইয়ে যায়) আমার বোধহয় দেরী হয়ে গেল আজ।
সন্দীপ (খবরের কাগজে মাঝের পাতায় চোখ রেখে) দেখেছে - আজও লিখেছে। সরকারী তরফ থেকে আবেদন করা হয়েছে - পুলিশ সার্জেন্টের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত থেকে মহিলা যদি প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন তাহলে--
বনানী - (হঠাৎ ছোঁ মেরে কাগজটা কেড়ে নেয়। কিছুটা অংশ ছিঁড়ে দুমড়ে মুচড়ে ঘরের কোণায় ছুঁড়ে দেয়) এই কাগজগুলোই মাথাটা খারাপ করে দেবে। সেই সকাল থেকে---

(মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বসে পড়ে ডিভানে। ক্লান্ত, সংকুচিত ভঙ্গী)
(সর্ঝের দ্রুত থলি নিয়ে ভিতরে চলে যাবে)

সন্দীপ এই রকম অস্বাভাবিক আচারণের মানে কি বনি। কাগজটা এখনো পড়া হয়নি।
বনানী - আমি জানি না -- কিচ্ছু জানি না।
(মুখ আরো নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে)
সন্দীপ আমি স্নান সেরে অফিসে না গেলেও অন্য কাজে বেরব। খাবারটা দিয়ে যাও।
(ভিতরে চলে যায়)
(বনানী - ফুঁপিয়ে ওঠে) - অন্ধকার।

তিন
(অন্য একদিন। ডিভানের চাদর পাল্টানো হয়েছে । সন্ধ্যা।)
(বনানী - ডিভানে আধ শোয়া, স্নেহা চেয়ারের হাতলে পা ঝুলিয়ে ডিভানের কাছে বসা)
(স্নেহার পোষাক - প্যান্ট - শার্ট, সোয়েটার, মাথায়, উলের টুপি)

স্নেহা তুই যা বলছিস - এ তো আমি ভাবতেই পারছি না।
বনানী - আমি আর পারছি না স্নেহা। তোকে সব খুলে বলতে পেরেছি - এতে অনেক হাল্কা হয়েছি - কিন্তু আমি এখন কি কোরবো ?
স্নেহা কিন্তু সত্রিয় হয়ে সত্যিই যদি ব্যাপারটা আঁচ করে এবং কোনভাবে প্রকাশ পায় তখন মান - সন্মান তো যাবেই সন্দিপের দিক থেকেও--
বনানী - সন্দীপের সঙ্গে এখন আমি থাকতে পারছি না। ও যত এই ঘটনাটার কথা বলে আমার ভিতরটা তত ভাঙচুর হয়। আমি উল্টোপাল্টা react করে ফেলছি। এমনও হতে পারে - আমার নিজেরই আচরণে আমি কোনদিন ধরা পড়ে যাব ওর কাছে।
স্নেহা আমার কথাটা তুই কিন্তু বুঝতে চাইছিস না বনি । আমরা মেয়েরা আজও উঠে দাঁড়াতে পারছি না শুধু আমাদের লজ্জার জন্যেই। তুই যদি তোর স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে কোথও একদিন যাস এবং তাতে যদি কোন অঘটন ঘটেও যায় - তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে। স্পষ্ট করে সে কথাটা বলতে তো দ্বিধাই বা কেন ?
বনানী - সন্দীপ যে রকম আবেগসর্বস্ব মানুষ তাতে ওর প্রতিত্রিয়া হবে সাংঘাতিক। ও যে কী করে বসবে তা ঠিক নেই।
স্নেহা আমি যতদূর জানি সন্দীপ কিন্তু ভীষণ up - right আর যাই কক আগে ভাগে বলে দিলে তোকে

পথে বসতে হবে না। না হলে--
বনানী - না হলে ?
স্নেহা সমীরণ - । সমীরণ - তো বিয়ে থা করেনি । ও যদি--
বনানী - সমীরণকে আমার খুব আশ্চর্য লাগে জানিস। মাঝে মাঝে এত সুন্দর কথা বলে - এত আপন করে ভাবে যে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। আবার এক এক সময় এমনভাবে তাকায়, এমন আচরণ করে যে মনে হয় যে ওরকম মানুষের সাথে ঘুরে বেড়ানো যায়, হয়তো প্রেমেও পড়া য়ায়- কিন্তু একসাথে ঘর বাঁধা যায় না।
স্নেহা তাহলে এখন কি করবি বলে ভাবছিস ?
বনানী - তোদের হোস্টেলে তো সব চাকরী করা মেয়েরা থাকে। আমি যদি তোর গেষ্ট হয় কিছুদিন থাকি-
স্নেহা থাকতে পারবি না তা নয়, তবে অনেক অসুবিধের মধ্যেই থাকতে হবে।
কিন্তু তুই যে কারণে ওখানে যেতে চাইছিস সেই কারনের জন্যেই আরো বিব্রত বোধ করবি।
বনানী - কেন ?
স্নাহা সেদিনের ঘটনাটা নিয়ে ওখানেও মেয়ারা সোচচার ইতিমধ্যে কয়েকজন কাগজে চিঠি পাঠিয়েছে। ওদেরও বক্তব্য - ঘটনাটার জন্য ঐ মেয়েটাই দায়ী।
বনানী - ও।
স্নোহা তুই বরং সন্দীপের সঙ্গে কয়েকটা দিন মানিয়ে-গুছিয়ে চল্ - তারপর দেখা যাক না জল কতদূর গড়ায়।
অযথা--
(কলিং বেল, স্নেহা দরজা খুলতে যায়)
বনানী - দাঁড়া, এক মিনিট - ভেবে নিই আর কিছু তোকে আগে থেকে বলে রাখা দরকার কিনা।
স্নেহা ঠিক আছে ও আমি ম্যানেজ করব খন।
(স্নেহা দরজা খোলে, সন্দীপ ঢোকে। প্যান্ট-কোট-টাই-অ্যাটার্চি-)
সন্দীপ হ্যা -লো ! কেমন আছেন ?
(জুতো খুলতে খুলতে) আপনি যে কলকাতায় এসেছেন - খবরটা আগেই পেয়েছি।
স্নেহা আগে মানে - বনি বলেছে তো ?
সন্দীপ হ্যাঁ ও তো বলেইছে - তারও আগে জেনেছি।
আমাদের সর্বঘটের কদলী- informer- সর্ব্বেরদার কাছে।
বনানী - সর্ব্বেরদা আবার কি বলল ?
সন্দীপ ওই তো বলল আমার দিল্লী আসার আগের রাত্রে অর্থাৎ 31st Dec. রাত্রে তুমি স্নেহা দেবীর বাড়ীতে ছিলে। (স্নেহাকে) কি তাই তো ?
স্নেহা কিন্তু আমি তো...(সামলে) ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো - ও ঠিকই বলেছে। তা আপাকে এরকম দিল্লী -বোম্বে কলকাতা করতে হবে আর কতদিন ?
বনানী - তোরা গল্প কর। আমি চা নিয়ে আসি। (দ্রুত চলে যায়)
সন্দীপ আজ আমাদের এখানেই থাকছেন তো ?
স্নেহা ভেবেছিলাম। কিন্তু আমি এসেছি খবর পেয়ে আমার এক কাকু - দমদমে থাকেন - একেবারে নাছোড়বন্দা - আমাকে আজ রাত্রে ওদের ওখানে যেতেই হবে।
সন্দীপ আপনি কলকাতায় এলে তো ভিক্টোরিয়া হোষ্টেলেই ওঠেন।
স্নেহা তাছাড়া আর উপায় কি ? বাড়ি তো সেই উত্তরবঙ্গের--
সন্দীপ ও হ্যাঁ, আপনাদর হোস্টেলেই তো। কয়েকজন ভদ্রমহিলা চিঠি লিখে তো দাণ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। চেনেন ওঁদের ? সত্যিই এরকমটাই তো আমরা চাই। মেয়েরা এগিয়ে আসুক, প্রতিবাদ

কক। সামান্যতম মানবিক বোধ তাকলে কিন্তু ঐ মহিলা যার জন্য অমন একটা তাজা প্রাণ শেষ হয়ে গেল - সে বেরিয়ে আসত। এরপর কোন পুষ ইভ টিজিং এর মত ঘটনা ঘটলে কি শিভাল্‌রি দেখাতে এগোবে ? আপনি কি বলেন ?
স্নেহা দেখুন মেয়েটা হয়ত অশিক্ষিত কিম্বা অন্যরকম কোন Society belong করে। কিম্বা --
(বনি চা নিয়ে ঢোকে-)
সন্দীপ ওঃ, চা এসে গেছে। (চা নিয়ে চুমুক দেয়) আজ কিন্তু আপনি থেকে গেলেই ভালো হত।
স্নেহা না রে, তোকে বলা হয়নি - আমাকে আজ দমদমে এক কাকুর বাড়ি যেতে হবে। রাত্রে ওখানেই থাকব। তোর এখানে না হয় আরেকদিন --
বনানী - এটা কিন্তুভাল করলি না।
সন্দীপ আমি একটু fresh হয়েনি। একদিন এসে থাকুন। জমিয়ে আড্ডা দেব।
(ভিতরে চলে যায়)
স্নেহা দেখ বনি, তুই আমার স্কুল - মেট। এক বছরের সিনিয়ার হলেও আমি তোর বন্ধু। তোর যাতে ভাল হয় তাই চাই। আমার মনে হয় ---- অযথা tension নেওয়াটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। ভেবে দেখিস।
বনানী - তুইও কি বলতে চাস- আমি সারেন্ডার করি ? আসলে তোর কেউ -কেউ আমার সমস্যাটা বুঝছিস না। আমার মধ্যে যে ভীষণ তোলপাড় হচ্ছে - বলে বোঝানো যাবে না ।
স্নেহা সেই জন্যই তো বলছি-
বনানী - না -না । তোরা আমাকে পাগল করে দিস না। আমি একটা জীবন নিয়ে একরকমভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম। সেটা ভূল কি ঠিক আমি জানি না -- কিন্তু আমি একটা মুক্ত জীবন পেতে চেয়েছি। (থামে).....একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল - একটা ছেলে মরে গেল - আর -আমি- আমি অপরাধী হয়ে গেলাম। (কান্না)
স্নেহা কে বলল, তুই অপরাধী ! তোর ভিতরের মনটাই আসলে তোকে অস্থির করছে। তুই না হয়ে যদি অন্য কোন মেয়ে হত -- তখন এই পরিস্থিতিতে তুই ও বলতিস্‌ --
বনানী - আমার এখন কিছুদিন একা থাকার দরকার স্নেহা। তুই একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারিস - কোন হাস্টেল বা --
স্নেহা চেষ্টা করব । আজ আমি চলি রে । রাত্রি হয়ে যাচ্ছে।
(দরজার কাছে যায়)
বনানী - ফোন করিস।
স্নেহা করব । বাই।
(বনানী - দরজা বন্ধ করে) - অন্ধকার।

চার
(সন্ধ্যা । দীপক ও সন্দীপ।
ঘরের চেহারা কিছুটা পরিবর্তিত। নতুন পর্দা। নতুন বেড কভার ডিভানে।
যে পাশে টেবিলটি ছিল সেটি অন্যপাশে- একটু পিছনে)

সন্দীপ দেখ দীপক। যাই বল আজকাল গোয়েন্দা দপ্তরের কাজকর্ম কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ঢিলে ঢালা।
দীপক তুমি কি ঐ পুলিশ সার্জেন্টের মৃত্যুর Case টা বলছ ?
সন্দীপ ঠিক তাই । এটা কিন্তু অন্য পাঁচটা ঘটনার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমার তো মনে হয়--
দীপক মনে হয়, বোধ হয়ে - এসব শব্দগুলো এরা মানে গোয়েন্দারা কিন্তু ব্যাবহার করে না। এরা definite ক্লু পেতে চায়।

সন্দীপ তোমর কি মনে হয়ে সেরকম ক্লু কি পেয়েছে এ পর্যন্ত ?
দীপক দেখ আমি যতদূর জানি এদের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। তবে হ্যাঁ সবকিছু এরা বলে না জানই তো এদের প্রোফেশনাল্ এথিক্সে সব ব্যপার নিজের বউকে পর্যন্ত বলা নিষেধ - আমরা তো কোন্ ছার!
সন্দীপ তা ঠিক
দীপক কবরের কাগজে যা লিখছে তাতে এটা স্পষ্ট - যে ভদ্রমহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে এরকম ঘটনাটা ঘটল সেই ভদ্রমহিলাকে ওরা identify করতে চায়। উনি যদি নিজে বেরিয়ে আসতেন তাহলে এতদিন Case টা ফয়শালা হয়ে যেত। ঐ একটা পয়েন্টে আটকে আছে গোটা বিষয়টা।
সন্দীপ সেটা ঠিক, তা সে ব্যাপারে পজিটিভ কিছু -- এখনো বোধহয়-
দীপক কেন, একটা ক্লু ওরা পেয়েছে।
সন্দীপ পেয়েছে ? কি রকম ?
দীপক সেকি তুমি দেখনি, ইতিমধ্যেই ইংরেজী একটা দৈনিকে খবরটা কিছুটা বেরিয়ে গেছে।
সন্দীপ তাই নাকি ? দেখেছ - আমার চোখে পড়েনি। - তা সেটা কি রকম ?
দীপক একটা ক্লিপ - চুলের কাঁটা।
সন্দীপ ব্যাস, এইটুকুই।
দীপক এইটুকুই তো এতবড় হয়। তবে যাই বল ব্যাপারটা খুব interesting ক্লিপটার shape আর size এ বেশ অভিনবত্ব আছে । সোনার জলে বাঁধানো গঙ্গা ফড়িং--
সন্দীপ গঙ্গা ফড়িং -- !
দীপক কাগজে লিখেছে সে এক অদ্ভুত সুন্দর । চি আছে ভদ্রমহিলার। এর থেকে ওরা প্রাথমিক সিদ্ধান্তে এসেছে- যে ভদ্রমহিলা সমাজে প্রতিষ্ঠিত কোন স্বচ্ছল পরিবারের গৃহবধূ বা মেয়ে।
সন্দীপ that's right.
(কলিং বেল)
ঐ বোধ হয় বনি ফিরল।
(দরজা খুললে দেখা যায় বনানী - ঢোকে । সাজসজ্জা চোখে পড়ার মত। হাতে এক গুচছ ফুল)

দীপক নমস্কার ম্যাডাম। আমি দীপক দত্ত। সন্দীপের একসময়ের কোলিগ্ ও বন্ধু
বনানী - নমস্কার
(ফুলগুলি ফুলদানিতে সাজায়)
সন্দীপ তুমি আবার ফুল নিয়ে এলে -- আমি তো আগেই এনেছি।
বনানী - তুমি এনেছ ? দিনটা মনে আছে তাহলে ?
সন্দীপ যে রকম খোঁটা দিচছ আজকাল। মনে না রেখে উপায় আছে।
দীপক মনে হচেছ আজকে কোন special দিন আমি অনাহুত অতি.....
বনানী - হ্যাঁ - আজ আমাদের বিবাহ -বার্ষিকী!
দীপক ব্রাভো ।
সন্দীপ তুমি আজ সেজেগুজে বেরিয়েছ - কিন্তু দুবছর আগে আমার দেওয়া প্রিয় জিনিসটা তো মাথায় আটকাওনি। বিশেষত আজকের দিনে-
বনানী - ও হ্যাঁ, তোমাবে বলতে ভুলে গেছি - ওটা না রাস্তায় খুলে পড়ে গেছে জান।
সন্দীপ রাস্তায় পড়ে গোছে !

(এক মুহুর্তের জন্যে হঠাৎ মঞ্চ অন্ধকার। মুহুর্তের মধ্যে তীব্র সার্চ লাইটের আলো গোটা মঞ্চ জুড়ে ঘুরপাক

খাবে ।মোটর - বাইকের হর্ণ। -- আলো)

সন্দীপ ইস্ তোমার অত সখের জিনিসটা--
বনানী - আপনি বসুন, চলে যাবেন না কিন্তু । আমি আসছি।
(ভিতরে যায়)
দীপক তুমি কি তোমার স্ত্রীকে চুলে আঁটা কোন ক্লিপ উপহার দিয়েছিলে ?
সন্দীপ কেন বলত? ও হোঃ তোমার তো আবার সবকিছুতেই গোয়েন্দাগিরি করা স্বভাব। (হাসি)
দীপক ঠিক তাই (হাসে)
(বনি একটা প্লেট - ভর্তি মিষ্টি ও জল নিয়ে আসে)
বনানী - নিন্ - একটাও ফেলতে পারবেন না।
দীপক আজকের দিনটার জন্য না করব না। তবে সত্যি এতগুলো নয় আমার মিষ্টিতে কিছু এলার্জী আছে।
(দুটো মিষ্টি মুখে তুলে জল খায়)
I am lucky, খুব ভালো দিনে এসে পড়েছি। আজ তাহলে উঠি।
বনানী - আবার আসবেন।
দীপক অবশ্যই। আলাপ এবং আপ্যায়ন দুটোই যখন হয়েছে - তখন আসতেই হবে। চাই কি ঘন ঘনও আসতে পারি । bye--
(চলে যায়)
সন্দীপ ইতিমধ্যে মাথাটি টেবিলে রাখে। দীপক চলে যেতেই বনানী - ঘুরে দাঁড়ায় সন্দীপকে দেখে। একমূহুর্ত। কাছে যায় - পিঠে হাত রাখতে গিয়ে সতর্ক হয়। প্লেট - গ্লাস তুলে ভিতরে যায়।
সন্দীপ ফুঁপিয়ে ওঠে। নিঃশব্দে। --অন্ধকার।

পাঁচ
(স্বপ্ন দৃশ্য। আবহ যথাযথ।
নীল আলো। বনানী - ডিভানে উপুড় হয়ে শুয়ে। হাতে ম্যাগাজীন।
একটা হাত ডিভাইনের বাইরে ঝুলছে। বালিশে মুখ গোঁজা।
সন্দীপ চেয়ারে বসা। চশমাটা টেবিলে - একটু কাতর হয়ে চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্ন।
বনানীকে ধরবে স্পষ্ট।
প্রথমে বনানীর কণ্ঠস্বর টেপে -- ।)

বনানী - আমি এখন কি করব ? সন্দীপ কি আন্দাজ করেছে কিছু ? নিশ্চয় করেছে। তা না হলে দীপক বাবু চলে যাওয়ার পর আজ এই বিবাহ বার্ষিকীর রাত্রে ও কেন এত গম্ভীর, বিমর্ষ ! কেন কাটা কাটা কথা বলল আমার সঙ্গে ? ঐদিন ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রে আমি স্নেহার কাছেই গিয়েছিলাম কিনা - ঘুরিয়ে এ প্রশ্ন ও করল আজ ! .....সমীরণ - তো আর এল না। ওর কাছেও আমার আশ্রয় মিলবে না। আমি ভুল করেছি । সমীরণকে বুঝিনি। আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর.....কি যে করি আমি এখন ? উঃ উঃ -আঃ -
(আলোর স্পটটি ঘুরে যাবে - সন্দীপের দিকে - বৃত্তটি পিছনের পর্দায় অন্য স্থানে ঘুরবে। সন্দীপের কণ্ঠস্বর- টেপে)
সন্দীপ বনিকে আমি বালোবাসি । ও খারাপ কিছু করতে পারে না। দীপক যাবার সময় গোয়েন্দা সুলভ আচরণ করে গেল। চুলের কাঁটা.... ? না, আমি কোন সন্দেহ করি না। ওটা নিছক হারিয়ে যাওয়াই। ঐদিন রাত্রে বনি কি স্নেহার কাছে গিয়েছিল ? উঃ কি যাতা ভাবছি। আঃ আঃ (চেয়ারে বসার ভঙ্গী বদলায়)
(নিঃশব্দে কিছু মুহুর্ত, ভোরের আলো)

(সন্দীপ উঠে চোখ রগড়ায়। হাই তোলে। চশমাটা পরে। বনিকে লক্ষ্য করে-ভিতরে চলে যায় ।জল পড়ার শব্দ । মুখ ধোয়ার শব্দ। বনি চমকে জাগে। বেশবাশ ঠিক করে। রাতে মাথায় জড়ানো জুঁই -এর মালা খুলতে গিয়ে দুটো সাধারণ ক্লিপ হাতে উঠে আসে। হাতে নিয়ে কিছু ভাবে। ছুঁড়ে দেয় টেবিল লক্ষ্য করে। ওগুলো মাটিতে পড়ে যায় ।উঠে ওগুলো কুড়োয় এবং ভিতরে য়ায় মুহুর্তে - সন্দীপ ঢোকে - হাতে দুকাপ চা)

সন্দীপ উঠে পড়েছ ?
বনানী - চা-টা রাখ, আসছি। (ভিতরে যায়)
(চা রেখে সন্দীপ চায়ে চুমুক দেয়। একটা ম্যাগাজীন টেনে পড়ে)
বনানী - (ঢোকে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে-) কয়েক দিনের জন্যে কোথাও বেড়িয়ে আসি, চল।
সন্দীপ কোথাও বলতে-
বনানী - কাছে পিঠে কোথাও । ধর পুরী কিম্বা -
সন্দীপ বছরের শুতেই ছুটি নেওয়া যাবে না। তাছাড়া হঠাৎ বেড়াতে যাওয়ার কথা তুললে ?
সন্দীপ কলকাতায় থাকতে ভালো লাগছে না। কি রকম একঘেয়ে লাগছে।
সন্দীপ গত দুবারই অফিসের ট্যুরে যাবার সময় তোমাকে বলেছিলাম এক সঙ্গে যেতে। তখন কিন্তু অন্য কথা বলেছিলে।
বনানী - কি আর বলেছিলাম। ওসব তো তোমার অফিসের কাজের মধ্যে মধ্যে- বলেছিলে - তোমার কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে ভালো লাগে না। এত দ্রুত বদলে গেল মতটা ?
বনানী - তুমি সব কথাতেই আমার দোষ দেখছ আজকাল। ভালো মনে একটা বেড়িয়ে আসার কথা বললাম - তা - না -
সন্দীপ বেশ তো - এরকম প্রস্তাবে আমি তো খুশিই। তবে এ মাসে নয়। একমাস পরে যাব। হুট করে যাব বললেই তো আর যাওয়া হয় না। হোটেল book করতে হবে। রিজার্ভেশন করতে হবে।
বনানী - ওসব তো সর্ব্বেরদা করে দেবে।
সন্দীপ হ্যাঁ তা দেবে। কিন্তু তাকেও তো হাতে সময় দিতে হবে। (ওঠে) আজ কিন্তু আমাকে সকাল সকাল একবার অফিসে যেতে হবে।
বনানী - সেকি আজ তো অফিসে যাবে না বলেছিলে-
সন্দীপ গতকাল একটা phone এসেছিল। একটা জরী মিটিং অ্যাটেন্ডকরতেই হবে। যা হোক সেদ্ধ ভাত একটা রেডি করে দাও। আমি স্নান করতে ঢুকছি। ফিরতে আজ হয়ত একটু দেরীই হবে।
(ভিতরে চলে যায়)
বনানী - টেলিফোনের কাছে যায় - রিং করে.....। (অন্ধকার।) ----------বিরতি---------
ছয়
(আলো । কলিং বেল।
বনানী - ভিতরের ঘর থেকে দ্রুত এসে দরজা খোলে। সমীরণ।)

বনানী - ওঃ তুমি। আমি ভাবলাম--
সমীরণ - কি ভাবলে ?
বনানী - স্নেহা। আমার বন্ধু। ওকে আজ আসতে বলেছি। অবশ্য এত তাড়াতাড়ি আসবে না।
সমীরণ - তুমি তো আমাকেও একদিন আসতে বলেছিলে। তোমার মিষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও বলেছিলে।
বনানী - কিন্তু ও আজ সকাল সকালই অফিসে বেরিয়ে গেছে।

সমীরণ - জানি।
বনানী - জান, কি রকম ?
সমীরণ - ওদের অফিসের সাথে আমাদের এজেন্সির একটা লেন দেনের ব্যাপার আছে। কালই সংবাদটা পেয়েছিলাম - একটা জরী মিটিং হবে আজ এবং তাতে সন্দীপ থাকছে সেটাও নিশ্চিত হয়েছিলাম।
বনানী - তাই এরকম একটা সময় বেছেই তুমি এসেছ।
সমীরণ - চল, ভিতরে চল। কিছু কথা আছে।
বনানী - না, কথা সবই ফুরিয়ে গেছে সমীরণদা। যা বলার এখানেই বল এবং তাড়াতাড়ি। এক্ষুনি সর্ব্বেরদা আসবে - বাজার থেকে, হয়ত স্নেহাও এসে পড়বে।
সমীরণ - (কিছুক্ষণ বনানীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে) তা হলে--
বনানী - কি দেখছ ?
সমীরণ - অন্য বনানীকে।
বনানী - অন্য কেন ?
সমীরন দেখছি, ভয়ের চিহ্গুলো এখনো মুখে লেগে আছে কিনা ?
বনানী - আমি আর ভয় পাচ্ছি না। কারণ আমি ডিসিশান্ নিয়ে ফেলেছি।
সমীরণ - কি কি ডিসিশ্ন নিয়েছ ? সেদিনের সব কিছু বলে দেবে ?
বনানী - (হাসি)
সমীরন হাসছ কেন?
বনানী - তোমার মুখেই দেখছি সব ভয় জড়ো হয়ে গেল এই একটা শব্দে।
সমীরণ - যা-তা বোকো না। তুমি জান না - কি পরিণতি হতে পারে--
বনানী - কি রকম ? আমি যদি সব বলে দিই - তাহলে সন্দীপ আমাকে তাড়িয়ে দেবে। আমার চরিত্রে কলঙ্কের ছাপ পপড়বে এই তো ? তা ভয় কি ? আমি তোমার হঙ্গে চলে যাব।
সমীরণ - না-না। তা হয় না। হতে পারে না।
বনানী - কেন পারে না। যদি না পার - আদালতের রায়ে --
সমীরণ - বনি (কড়া গলায়)
বনানী - (হাসি) আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি সমীরণবাবু। ভয় নেই - তুমি চাইলেও আমি তোমার সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারব না। আমি যে ডিসিশান্টা নিয়েছি সেটা অন্যরকম।
সমীরণ - কি রকম ?
বনানী - আমি স্যুইসাইড করব।
সমীরণ - ওঃ বনি, (মাথায় হাত রেখে চেয়ারে বসে পড়ে)
বনানী - কি হল- এটাও তোমার পছন্দ হচ্ছে না।
সমীরণ - তুমি - তোমরা মেয়েরা বড় বেশী আত্মকেন্দ্রী। সহজেই আত্মহত্যার কথা ভাব। একবার ভেবে দেখেছ কি তুমি স্যুইসাইড করলে সন্দীপের কি হবে - আমার কি হবে ?
বনানী - যদি লিখে যাই - আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয় - তবুও
সমীরণ - ওসব কথার কোন গুত্ব থাকে না। ওরকম কোরো না বনি-বরং তুমি যদি চাও-আমি তোমাকে নিয়ে
বনানী - মৃত্যু কত ভয়ঙ্কর। তাই না সমীরণ - ?
আমাদের স্ফূর্তির জন্যে একটা তাজা প্রাণ চলে গেল, আর আমার মৃত্যুর জন্য --
সমীরণ - (চৎকার করে) না-না-না। এটা তুমি করতে পার না, কক্ষোনো না --
(দরজা ঠেলে সর্ব্বের ঢোকে। হাতে বাজারের থলি। শাক - সবজি দেখা যাবে)
সবের্ব্বর এক্কেরারে ফাষ্টো কেলাস। একেবারে কচি - লাউডগা। তোমার বন্ধুকে আজ পাঁচ- মিশেলি একটা

ঘন্ট রেঁধে দিও বৌমণি।
(সমীরণ - আস্তে আস্তে মাথা তোলে)
বনানী - জোয়ানটা আনতে ভুলে যাও নি তো। ওটা কিন্তু লিষ্টে লেখা ছিল না।
সর্বেশ্বর দেখ কি কান্ড। লেখা ছিল না বলেই তো প্রথমেই গিয়ে কিনেছি।
বনানী - ওগুলো ভিতরে রেখে দুকাপ চা করে দাও তো।
(সর্বেশ্বর ভিতরে চলে যায়)
সমীরণ - দেখ বনি, আমি এখনো মনে করিনা - আমরা কোন অপরাধ করেছি। জীবন একটাই। শুধু এক বদ্ধ ঘরে পচে মরার চেয়ে জীরনেটা ভোগে কাটানোর মধ্যেই সুখ। আমরা তো তাই চেয়েছিলাম। চাই।
বনানী - চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি তা চাই না।
সমীরণ - এক ধাক্কাতেই জীবনের সব আনন্দ মাটি করতে চাও ?
বনানী - ধাক্কাটা ছোট নয়। এক নিমেষের স্ফূর্তির বিনিময়ে অনেক রক্ত --
সমীরণ - ভূলতে পারছ না ঘটনাটা - তাই তো ?
বনানী - ভোলা যাচ্ছে না। কেউ ভুলতে দিচ্ছে না। আমি ভিতরে ভিতরের অস্থির হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে এই মৃত্যুর জন্য---
(সর্বেশ্বর দা চা নিয়ে ঢোকে)
সর্বেশ্বর আপনার এইটা - চিনি কম । (সমীরণকে দেয়)
সমীরণ - মনে আছে তাহলে ?
সর্বেশ্বর দেখ কি কান্ড। মনে থাকবে না ? কতবার এই বাড়িতে এলেন...গেলেন। দাদাবাবু বাইরে গেলে দাদাবাবুর বন্ধু হিসেবে আপনিই তো বৌমনির কেয়ার-টেকার।
সমীরণ - কি যে বলেন --
সর্বেশ্বর বেলা কিন্তু অনেক হল বৌমনি। আপনার কে এক বন্ধু তো আজ এখানেই খাবেন।
বনানী - তুমি তো ভালোই রান্না কর। আজ ওটা তোমাকেই করতে হবে সর্বেশ্বরদা। চল, অমি আসছি।
(সর্বেশ্বর কাপ -প্লেট নিয়ে চলে যায়)

সমীরণ - এই অদ্ভুত লোকটাকে চেন?
বনানী - খুর কাজের মানুষ। সন্দীপ ওকে এই বাড়ির আর প্রয়োজনে আমার কেয়ার - টেকার হিসেবে রেখেছে।
সমীরণ - লোকে বলে স্কুলে - কলেজ না পড়েও ওর অগাধ পান্ডিত্য। দু -তিনরকমের ভাষা জানে। কিন্তু প্রকাশ করে না। নানা গল্প আছে এই লোকটাকে নিয়ে।
বনানী - মাঝে মাঝে এমন কথা বলে যে আমারও মনে হয়।
সমীরণ - কলকাতা শহরে বহু বাড়িতে ও এরকমই কাজ করে। খুব আলাপী। তবে একটাই দোষ - ও -সব হাঁড়ির খবর রাখতে চায় । ব্যাক্তিগত জীবনে ঢুকে পড়তে চায়।
(সর্বেশ্বর ভিতর থেকে ডাকে - বৌমনি।)

সমীরণ - আমি আজ চলি। তোমাকে যেটা বলতে এসেছিলাম সেটাই বলা হয়নি।
বনানী - কি?
সমীরণ - দেখ, যা ঘটে গেছে - সেটা নিয়ে আর চিন্তা না করাই ভালো। খবরের কাগজগুলো দু-চার দিন হৈ চৈ করে আস্তে আস্তে থেমে গেছে। খবরটা এখনও বের হয় তবে ভিতরের পাতায় এক কোণায় গিয়ে ঠেকেছে। বলতে পার আর পাঁচটা ঘটনার মতই এটাও গা সওয়া হয়ে যাচ্ছে সুতরাং ---
বনানী - আমার ঘরের মানুষটি কিন্তু এখনো উত্তেজিত। সেদিনও - এক বন্ধুর কাছে টেলিফোনে তদন্তের

খবরাখবর নিচ্ছিল।
সমীরণ - তদন্ত ! ওসব তো বেশীর ভাগই লোক দেখানো ব্যাপার। সব কিছু ধামাচাপা দেবার জন্যেই আজকাল কমিশন বসে, তদন্ত হয়। এ সবই মানুষের জানা হয়ে গেছে।
বনানী - (হঠাৎ জোরে) না। সবাই এসব বোঝে না। বুঝতে চায় না। তুমি চলে যাও। আর কোনদিন যেন-
সমীরণ - কি হল, হঠাৎ এমন--
বনানী - আমাকে তোমরা সবাই - সববাই ভুল বুঝছ। আমার মনটা তোমরা কেউ- না-না- আমি আর পারছি না - আমাকে যে কোন একটা পথ বেছে নিতে হবে। (মাথাটা ঠোকে চেয়ারে)
সমীরণ - বনি, বনি - তুমি কি পাগল হয়ে গেলে --
বনানী - যাও, যাও। আমাকে একা থাকতে দাও। সম্পূর্ণ একা --
(কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)
সমীরণ - (ঘরের দিকে তাকায়) মুর্তিমা অবরোধ। আমি আজ চলে যাচ্ছি বনানী। মাথা ঠান্ডা করে সিদ্ধান্ত নিও। আর বলার কিছু নেই- ধীর পায়ে বেরিয়ে যায়)
(বনি সামলে ওঠে। কপালে হাত বুলোয়। সবের্ধ্বর আবার ডাকে - সচকিত হয়- ভিতরে যাওয়ার জন্য এগোয়।)
---------অন্ধকার ।

সাত
(ড্রয়িং মের কিছু পরিবর্তন ঘটবে। সম্ভব হলে বেতের একটি সেট রেখে পুরোনো সেটটি সরিয়ে নিতে হবে। ডিভানের চাদরটি পাল্টে যাবে।)
(সময় - সন্ধ্যা। সন্দীপ ও স্নেহা বসে আছে। সন্দীপের হাতে দেশ পত্রিকা -)

সন্দীপ জয় গোস্বামীর কবিতাগুলো পড়ছেন ?
স্নেহা কোন্‌গুলো ?
সন্দীপ এবারের সংখ্যায় বেরিয়েছে। -এই ছোট্ট কবিতাটি শুনুন--
“ গরম গলিত মেষ
ভিতরে অগ্নির শবদেহ।
কত নীচে ভেসে আছে পৃথিবীর থালা !
অরন্য, পাহাড় নদী জনপদ থালায় সাজিয়ে
যম এসে প্রতিদিন খেতে বসে যান।
আজ কী হয়েছে তাঁর ? ঠায় বসে ? তাঁরও বুঝি কুষ্ঠহল হাতে ?
খাদ্য ছুঁতে পারছেন না --
আমার ছেলের শব কাত হয়ে পড়ে আছে পাতে।”
--কি চমৎকার প্রতিত্রিয়া।
(টেলিফোন - রিং, সন্দীপ উঠে গিয়ে ধরে)

সন্দীপ হ্যালো - হ্যাঁ - আরে দীপক - বল। কি বললে ? কিন্তু আমি তো ভাবতেই পারছি না। নাঃ আর বোধহয় বলার কিছুই নেই। হ্যালো - হ্যালো - হ্যাঁ - লাইনটা ডিসটার্ব করছে। যেটা বলেছিলাম - তোমার সাংবাদিক বন্ধুকে - আচ্ছা - আচ্ছা স- না-না,...হ্যাঁ...ok....ok.
(ফোন রেখে দেয়। ধীরে ধীরের চেয়ারে এসে বসে। কিছু বলে না। এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।)

স্নেহা আপনার কি কোন সাংবাদিক বন্ধু ফোন করেছিলেন ?
সন্দীপ না, তবে সাংবাদিক মহলে ওর যোগাযোগ আছে। আচ্ছা, বনির মধ্যে কোন পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করেছেন?
স্নেহা কি রকম ?
সন্দীপ মানে ও ইদানিং খুব মনমরা হয়ে আছে। কেন জানি না - মাঝে মাঝে খুব অস্বাভাবিক আচরণও করছে-
স্নেহা আপনি কি কিছু -
সন্দীপ হ্যাঁ, আপনার কাছে জানতে চাই - আপনি কি কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা আপনার বন্ধুর কাছে শুনেছেন যাতে --
স্নেহা শুনেছি । কিন্তু পুরো ঘটনাটা দুর্ঘটনাই --
সন্দীপ বিশ্বাস করা কঠিন। অন্তত আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু একটু আগেই দীপক যা বলল-
স্নেহা কি কি বললেন আপনার বন্ধু ?
সন্দীপ না ছেড়ে দিন ওসব কথা। ঐ দুর্ঘটনাটা -যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা এখনো মনে হয়, ভদ্রমহিলার প্রকাশ্যে ধরা দেওয়া উচিত।
স্নেহা আমিও এই মানবিক দিকটার কথা ভেবেছি সন্দীপবাবু। কিন্তু সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি যা তাতে ভদ্রমহিলা যদি ধরা দেন তাহলে তাঁকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই ধরা দিতে হবে। আমার মনে হয় সেই ভয়েই-
সন্দী কিন্তু সরকারীভাবে তো ঘোষণা করা হচ্ছে যে ভদ্রমহিলার পরিচয় গোপন রাখা হবে। অহেতুক ভয়ের কোন কারণ নেই।
স্নেহা তাহলেই বুঝুন পরিস্থিতিটা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে - এই ঘোষণাও আজ বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।
সন্দীপ সেটা অবশ্য ভাববার বিষয়। আচ্ছা স্নেহা দেবী - আমি যদি আপনার কাছে কিছু সাহায্য চাই--
স্নেহা সাহায্য ? কি রকম ?
সন্দীপ তাহলে খোলাখুলি বলি - আপনি তো জানেন বনি শিক্ষিতা মানে ওর কলেজ - ইউনিভারসিটির ডিগ্রি আছে এবং আর পাঁচজন ভারতীয় মহিলার মতই জীবন যাপনের ধারনায় কতগুলো সাধারণত্ব আছে। শাড়ী, গয়নার প্রতি মোহ, নিজের জগৎটুকু ছাড়া অন্য কিছু ভাবনার শারিক না হওয়া এই সব আর কি। আর সেই কারনেই আমার সাথে ওর মানসিক জগতের একটা ফারাক থেকেই গেছে। ফলে যা হয় ওর সব সময়ই মনে হয় যে ও একটা বন্দী জীবন যাপন করছে। ওর কোন চাহিদাই পূরণ হচ্ছে না।
স্নেহা কিন্তু এটা তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না যে--
সন্দীপ না না, এটা স্বাভাবিক। আমি এটা কখনোই দাবি করি না যে আমার সব চাওয়া -পাওয়া আকাঙ্ক্ষার সাথে ওর একশ ভাগ মিল থাকা । কিন্তু সমস্যাটা হল বনি বেশ কিছুদিন থেকে অন্য একটা জীবন - মুক্ত জীবন পেতে চাইছে। একটা অন্য ভোগ সর্বস্ব জীবন --
স্নেহা আপনি কি কোনরূপ সন্দেহের বশে --
সন্দীপ দেখুন, চাকরীর কারনে আমাকে মাঝে মাঝে বাইরে যেতেই হয়। কেয়ার টেকার হিসেবে সর্বেরদার মত লোক আছে বলেই - বনির চালচলন, আমার বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার সব খবরই আমি পাই। আমার এককালের বন্ধু সমীরণ - - আমার বাড়িতে প্রায়ই আসে । অথচ ও ইদানিং আমার সঙ্গে-
স্নেহা সেই জন্যেই কি আপনি ভাবছেন যে-
(বনি ঢোকে - উত্তেজিত, সোজা সন্দীপের সামনে এসে দাঁড়ায়)

বনানী - শোন, ঐ সর্বেরদাকে এবার নোটিশ দিয়ে দাও। এ কি ভেবেছে কি ?

সন্দীপ কেন, ও বুড়ো আবার কি করল ?
বনানী - সব তাতেই ওর কৌতূহল। মাজে মাঝে এমন সল কথা বলে একেবারে অসহ্য।
সন্দীপ আহা, কি হয়েছে, বলবে তো ?
বনানী - সেদিন যা বলেছে - যে আমি এখন বলব না। ওরকম কেয়ার টেকার আমার দরকার নেই।
(স্নেহাকে) একি ! তুই এখনো জামা কাপড় পাল্টাস নি। এসে থেকেই ওর পাল্লায় পড়েছিস।
স্নেহা এই যাচ্ছি।
বনানী - আজ রাত্রে থাকবি তো, নাকি - আজও-
স্নেহা না, আজ আর কোথাও যাচ্ছি না ।
বনানী - ওঘরে তো পাল্টাবার সব রেখে এসেছি। বাথমে গেলে গীজারটা চালিয়ে নিস।
স্নেহা ঠিক আছে। (ভেতরে যায়)
(সন্দীপ পত্রিকাটির পাতা ওল্টবে. বনানী - ছোঁ মেরে সেটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলবে খাটের উপর-)

বনানী - তোমার কি হয়েছে বলত ? সব সময় হয় টিভি নয়তো কোন বই - ভালো করে কথাবার্তা বলছ না - এভাবে তো --
সন্দীপ থাকা যায় না, তাইতো।
বনানী - ঠিক তাই। এটা যখন বুঝতেই পারছ তখন --
সন্দীপ কি করব ? অফিসের আর একটা ট্যুরের বন্দোবস্ত করে দিল্লি বা বোম্বাই চলে যাব ? আর তুমি সেমময়
বনানী - কি বলতে চাও, খোলসা করে বলতো --
সন্দীপ সবই তো বুঝতে পারছ।
বনানী - হ্যাঁ সবই বুঝতে পারছি। আমি আর পারছি না।
সন্দীপ আজ সকালে সমীরণ - এসেছিল ?
সন্দীপ কৈ সে কথা একবারও তো বলনি।
বনানী - বলবার মত সময় কি পেয়েছি। তাছাড়া এটা বলবারই বা কি আছে ?
সন্দীপ এতদিন বিষয়টা বলার মত ছিল না। কিন্তু এখন আছে। সমীরণ - আর আগের মত নেই।
বনানী - আগের মত নেই মানে ?
সন্দীপ সমীরণ - একটা অফিস কেলেঙ্কারীতে জড়িয়েছে এবং সেটা এক মহিলাকে কেন্দ্র করে। সম্ভবত ঐ মহিলাকে-----
বনানী - কি কি করেছে সমীরণ - ।
সন্দীপ ঐ মহিলাকে বিয়ে করতে হবে সমীরণকে। আর সেই জন্যেই -----
বনানী - কি বলছ কি ?
সন্দীপ সেই জন্যেই সমীরণ - আমার মুখোমুখি হতে সাহস পাচেছ না। যখনই আসে লুকিয়ে চুরিয়ে--
বনানী - এসবের বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না।
সন্দীপ জান না বলেই তোমার ভূলটা ধরিয়ে দিতে চাইছি। যা করেছ, করছ - ঠিক করছ কিনা ভেবে দেখ-
বনানী - আমি - আমি তো--
সন্দীপ বপ্স ন্দ্বক্তজক্ত নব্দ ড়ত্ত্বপ্পঙ্কৃ । দেখ বনি - ভুল করাটা স্বাভাবিক। আর সেই ভুল স্বীকার করাটাও দরকার । জীবনের প্রয়োজনে, সংসারের প্রয়োজনে কখনো বা সমাজের প্রয়োজনে।
বনানী - সমাজের প্রয়োজনে!(মূহুর্তে আবার মঞ্চ অন্ধকার এবং তীব্র সার্চ লাইট মঞ্চ জুড়ে।মোটর বাইকের হর্ণ।)
(আলো পড়তেই বনানী - ছুটে ভিতরের ঘরে -)
সন্দীপ (ছুঁড়ে দেওয়া পত্রিকাটা তুলে - টেবিলে রাখা)....

“ পাখি ওড়ে, তুমি ভাব মেঘ
মেঘ ওড়ে আমি ভাবি পাখি
দুইজনে পাশাপাশি হাঁটি
পাশাপাশি অথচ একাকী।”
(ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকে)
(স্নেহা আসে - শাড়ী পরে)
স্নেহা সন্দীপ বাবু !
সন্দীপ হ্যাঁ-....(ঘুরে) ও আপনি। শুনুন আরো কয়েকটা লাইন-
“ তুই দেখছিস দুই চোখে তার জল
আমি দেখছি অন্য কিছু আরো
মাথার ওপর থমকে রাত্রি, মেঘেদের চলাচল
অশনি ঝরকে সংকেত ঝঞ্ঝারো।....”
(ঝড়ের বেগে বনানী - ঢোকে। একটা বড় বোঁচকা। স্যুটকেস অন্যহাতে)
(বনানীর হতের মালপত্র বাইরের দরজার কাছে রাখে)
স্নেহা কি ব্যাপার বনি ?
বনানী - আমি শেষ পর্যন্ত-
সন্দীপ বাঃ চমৎকার। দেখুন দেখুন স্নেহা দেবী আপনার বন্ধুর স্পর্ধাটা একবার দেখুন আমার সাথে বিন্দুমাত্র পরামর্শ না করেই উনি যাচ্ছেন -
(বনানী - মুখ ঢেকে কাঁদে)
(স্নেহা বনানী - কাছে যায় - ওকে ধরে -)
বনানী - আমি - আমি জানি না - এখন আমি কোথায় যাব।
সন্দীপ কোথায় যাবে মানে ? দুর্ঘটনাটা আমাদের জীবনেই একথা জানার পর আমি তো একবারও বলিনি যে স্বীকারোক্তি দিলেই
(বনানী - ফুঁপিয়ে কাঁদে)
স্নেহা বনি - বনি, তোকে তো আগেই আমি বলেছিলাম সন্দীপের উপর ভরসা রাখ ? ভেঙ্গে পড়িস না।
আমরা তো এইটাই চেয়েছিলাম - আমি,
সন্দীপ তুই - আমরা সবাই চেয়েছি - সমাজের প্রয়োজনে -
বনানী - কিন্তু, আমি এখন --
সন্দীপ (বনানীর কাছে যায়, হাতটা তুলে নেয় - সেই মুহুর্তে সর্ষেরদা ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। সন্দীপ ইঙ্গিত করে - সর্ষেরদা বাইরের দিকে রাখা

রাখা বোঁচকা ও স্যুটকেস হাতে তুলে ভিতরের দরজার দিকে যায় - সব কিন্তুর শেষ বনানী। মানুষের অন্তরটা এখনো শুকিয়ে যায় নি. -এস । (হাত ধরে সামনে এগিয়ে যাওয়ার মুহুর্তে - মঞ্চ এক মুহুর্তে অন্য রঙে আলোকিত হবে। একটি ছোট সাদা পর্দায় স্ট্যান্ডেখবরের কাগজের ক্লিপিংস্। তাতে লেখা- ৩১শে ডিসেম্বর ঘটনায় জড়িত এক দম্পতির স্বীকারোক্তি .... মি. সন্দীপ রায় তার স্ত্রীকে নিয়ে মোটর বাইকে রাতের কলকাতা.....”
স্বাভাবিক আলো
পর্দা

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com